গণতন্ত্রের প্রতীক

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শান্তির প্রতীক

JAGO BANGLA Website : www.aitmc.org

বর্ষ — ১৭ সংখ্যা — ৪০ (সাপ্তাহিক) ● ১৫ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ২১ জানুয়ারি ২০২১ ● ১ মাঘ ১৪২৭ ● শুক্রবার ● RNI No. WBBEN/2004/14087 ● POSTAL REGISTRATION NO. Kol RMS/352/2012-2014 ● মূল্য — ৩ টাকা

Year — 17, Volume — 40 (Weekly) ● 15 JANUARY, 2020 – 21 JANUARY, 2021 ● Friday ● Rs. 3.

রানাঘাটের জনজোয়ারে জননেত্রী

বাংলায় বসবাস করছেন যাঁরা, সবাই নাগরিক

যেন ওয়াশিং মেশিন, বিজেপিতে গেলে কালো হয় সাদা

রানাঘাটের জনজোয়ারে তোপ মমতার

মেঘাংশী দাস

মিথ্যে কথা বলে মানুষের বিভ্রান্ত করায় বিজেপির জুড়ি মেলা ভার। এমনভাবে মিথ্যা কথা বলবে যে তা সমস্ত মানুষকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়বে। ২০১৪ সালে বলেছিল, সবার অ্যাকাউন্টে ১৫ লাখ টাকা করে পাঠিয়ে দেবে। কারও অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি। ২০১৯ সালে বলেছিল, বছরে তিন কোটি বেকারের চাকরি হবে। একজনেরও চাকরি হয়নি। ভোটের আগে বিজেপি মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেয়, নির্বাচন হয়ে গেলে ডুগডুগি বাজায়। মতুয়াদের নিয়েও অসত্য কথা বলছে। মতুয়ারা এখানকার নাগারিক। রানাঘাটের হবিবপুর ছাতিমতলার মাঠে নতুন বছরের প্রথম জনসভায় এভাবেই কেন্দ্রের শাসকদলের মুখোশ খুলে দিয়েছেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সরকারের নানা জনমুখী প্রকল্পের কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি জননেত্রী মতুয়া ইস্যুতে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন বিজেপিকে। তাঁর অভিযোগ, নাগরিকত্বের মোয়া দেখানো হচ্ছে মতুয়া সম্প্রদায়কে। তিনি বলেন, মতুয়াদের নাগরিকত্বের মোয়া দেখানোর দরকার নেই। তাঁর প্রশ্ন, ''মতুয়ারা কত সাল থেকে বাংলায় এসেছেন? কেউ ৫০ বছর, কেউ ৫২, কেউ ৭০ বছর আগে এসেছেন। অর্থাৎ, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকে মতুয়ারা বাংলায় আছেন। তাঁরা তো এমনিতেই নাগরিক। তুমি আবার নাগরিকত্বের মোয়া কী খাওয়াবে?''

দল ভাঙিয়েও কাউকে কাউকে গেরুয়া শিবিরে ডেকে নিচ্ছে বিজেপি। কেউ কেউ বিজেপিতে গিয়েছেন। কেউ কেউ পা বাড়াচ্ছেন। কটাক্ষের সুরে এইউ দলবদল নিয়ে ব্যাখ্যা দিতে বিখ্যাত বিজ্ঞাপন ''ওয়াশিং পাউডার নিরমা''র কথা তুলে মা-মাটি-মানুষের নেত্রী জনতার উদ্দেশে বলেন, ''আমাদের কয়েকজন বিজেপিতে গিয়েছে কেন বলুন তো? কাউকে ইডির ভয় দেখিয়েছে, কাউকে সিবিআইয়ের ভয় দেখিয়েছে। কেউ কেউ অনেক টাকা করেছে। বলছে যদি টাকা রাখতে চাও, কালো টাকা সাদা করতে চাও, দু'নম্বরি করতে চাও বিজেপিতে যাও। বিজেপি করলে সাত খুন মাফ, না করলে বন্ধ ঝাঁপ। সবাইকে নিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিচ্ছে। ভারতীয় জাঙ্ক পার্টি হয়ে গিয়েছে। একেবারে ওয়াশিং মেশিন। কাউকে টাকা দিয়ে কিনছে, কাউকে ভয় দেখিয়ে কিনছে। সেই চোরের মায়ের বড় গলা। সব চেয়ে বড় চোর এরা।'' জননেত্রী বলেছেন, ''ভারতবর্ষ ক্রমশই ভেঙে পড়ছে। নোটবন্দি, কোভিডের সময় আমরা হলাম গৃহবন্দি। এরপর ওরা করবে জেলবন্দি ও ভারতকে বন্দি। ট্রাম্পও হেরে গিয়ে বলছেন, জিতে গিয়েছি। বিজেপিও তাই করবে। এরা দুজনেই পয়সার এপিঠ-ওপিঠ।''

ভোটের মুখে কেন্দ্রীয় এজেন্সির তৎপরতা নিয়ে ক্ষুব্ধ জননেত্রী বলেন, ''এখন ভোট বলে কোনও প্রমাণ ছাড়া কারও বিরুদ্ধে কাগজ তৈরি করছে। একদিন ওই কাগজ কোর্টে মিথ্যা প্রমাণ হবে, আমার কথা মিলিয়ে নেবেন।'' তাঁর আরও অভিযোগ, ''বিজেপি সবাইকে কিনে নিয়েছে। মিথ্যা প্রচার চলছে। সেই দেখে আমাদের কেউ কেউ ভয় পেয়ে ভাবছে ওরা বুঝি আসবে। কোথা থেকে আসবে?কেউ ওদের ভোট দেবে না। আগে দিল্লি সামলাক, তবে তো বাংলা।''

মতুয়া অধ্যুষিত রানাঘাটেও মা-মাটি-মানুষের নেত্রীর লক্ষ্য ছিল সেই নাগরিকত্ব ইস্যু। তাঁর বক্তব্য, "বিজেপির মিথ্যে কথা বলায় জুড়ি নেই। এমনভাবে মিথ্যে কথা বলে, যে কেউ বিশ্বাস করে যাবে। ভোট এলেই ওরা বলে, সবাইকে চাকরি দেব, টাকা দেব, মতুয়াদের নাগরিক করে দেব। ভোট চলে গেলে ডুগডুগি বাজিয়ে পালিয়ে যাবে।" নাগরিকত্ব বিল যে কার্যকর হবে না, সেই আশ্বাস দিয়ে মা-মাটি-মানুষের নেত্রী বলেন, "নাগরিকত্ব বিলে আবেদন করলে আপনি বিদেশি হয়ে যাবেন। এক বছর বাদে ওরা দেখবে, আপনি সত্যিই নাগরিক কি না। অর্থাৎ ছিলেন নাগরিক, হয়ে যাবেন বিদেশি। তবে ওরা যে বিলটা এনেছিল, তা কার্যকর হয়নি। যত না হয়, তত ভাল। আমি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বলছি, বাংলার মতুয়া ভাই-বোনেরা সবাই নাগরিক। নমঃশূদ্র ভাই-বোনেরাও নাগরিক। কে, কার নাগরিকত্ব কাড়তে পারবে? এত সহজ?"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রিয়পাত্র পরাজিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিয়েও জননেত্রী সরব ছিলেন এদিন। বলেন, ''মোদি ও ট্রাম্পে কোনও ফারাক নেই। মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। হেরে গেলে ট্রাম্পের মতো জোর করে ক্ষমতায় থাকতে চাইবে। হেরেও বলবে জিতেছি।'' বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার রাজ্যে এসে কৃষকের বাড়ি খাওয়ার

দুয়ের পাতায়

বিজেপির মিথ্যে কথা বলায় জুড়ি নেই। এমনভাবে মিথ্যে কথা বলে, যে কেউ বিশ্বাস করে যাবে। ভোট এলেই ওরা বলে, সবাইকে চাকরি দেব, টাকা দেব, মতুয়াদের নাগরিক করে দেব। ভোট চলে গেলে ডুগডুগি বাজিয়ে পালিয়ে যাবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখ্যমন্ত্রীর কাজে অনন্য সাফল্য

দুয়ারে সরকারে দু'কোটি মানুষ

বিশেষ সংবাদদাতা : মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প পৌঁছে গেল ২ কোটি মানুষের দুয়ারে। মাত্র দেড় মাসেই রাজ্যের প্রতিটি কোনায় হাজির 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্প। যার সরাসরি সুবিধায় উপকৃত হচ্ছেন বাংলার মানুষজন। সবথেকে বেশি জনপ্রিয় হয়েছে স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচির কার্যত এ এক নজিরবিহীন সাফল্য। টুইটে যে সাফল্যের কথা তুলে ধরে ফের রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী নিজে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে আবেদন করে নিজের কার্ড নিয়েছেন। পাড়ার শিবিরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেওয়ার সেই ছবি ভাইরাল। মুখ্যমন্ত্রী প্রথম থেকে সেই প্রকল্প-সহ যাবতীয় পরিষেবার সুবিধা নিতে অনুরোধ করেছেন রাজ্যবাসীকে।সহজে, হাতের কাছে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্যই সরকারের এই ক্যাম্প।

এই পরিস্থিতিতে নিজেই তথ্য দিয়ে বলেছেন সরকারি স্বাস্থ্যবিমা 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের গ্রাহকের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। শুধুমাত্র 'দুয়ারে সরকার' শিবির থেকে কোন সরকারি প্রকল্পে কতজন সুবিধা পেলেন, তার বিস্তারিত পরিসংখ্যান তুলে টুইট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়েছেন, "এখনও পর্যন্ত ৯০ লক্ষ মানুষ গোটা রাজ্যে নানারকম পরিষেবা পেয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৬২ লক্ষ মানুষ শুধু স্বাস্থ্যসাথীর পরিষেবা পেয়েছেন। ৭ লক্ষ নিয়েছেন জাতি শংসাপত্র। অন্যদিকে, ৪ লক্ষ কৃষকও তাঁদের পরিষেবা পেয়েছেন।"

২০২০ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে রাজ্য সরকারের 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি। জানুয়ারি মাসের ২৫ তারিখ পর্যন্ত তা চলার কথা। কন্যাশ্রী, সবুজশ্রী, কৃষকবন্ধু থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসাথী, জয় জহর— একাধিক সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে এই শিবিরগুলিতে আবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় পরিষেবা পাচ্ছেন উপভোক্তারা।

খুব কম দিনের মধ্যেই এই প্রকল্প সাফল্যের মুখ দেখেছে। সেই সাফল্যের সিঁড়ি ধরে আরও খানিকটা উঠল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "যাঁরা এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন তাঁদের সকলকে অভিনন্দন। মানুষের দুয়ারে সরকারের পরিষেবা ও নানা সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা সেই কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদেরও ধন্যবাদ।" সবমিলিয়ে, 'দুয়ারে সরকারে'র এই সাফল্য ভোটের আগে শাসকশিবিরে বাড়তি অক্সিজেন জোগাচ্ছে।প্রতিটি ওয়ার্ডে বসছে "দুয়ারে সরকার" এর ক্যাম্প। মিলছে গ্রামীণ এলাকাতেও। ক্যাম্প বসছে স্কুল, কলেজ, কমিউনিটি হল, গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে। কবে কোথায় ক্যাম্প বসবে তা আগে ভাগেই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই ক্যাম্পে গিয়ে মানুষ অভাব অভিযোগ জানাতে পারছেন। বিভিন্ন বিষয়ে আবেদন করতে পারছেন। সেই কাজ দ্রুত করে দিচ্ছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, সরকারি পরিষেবা থেকে রাজ্যের কোনও মানুষ যাতে বঞ্চিত না হন সে বিষয়ে নিশ্চিত করা হবে। তবে শুধু গ্রামে নয়, শহরের মানুষও পাচ্ছেন "দুয়ারে দুয়ারে সরকার" প্রকল্পের সুবিধা।

রাজ্যের মানুষের জন্যই এই কর্মসূচি। আমাদের সরকার সবসময় মানুষের পাশে। উন্নয়নই প্রধান লক্ষ্য। গত সাড়ে ন'বছরে বাংলায় যা হয়েছে সারা পৃথিবীতে কোনও অঙ্গরাজ্য সরকার তা করতে পারেনি। 'দুয়ারে সরকার' আরও একটি সাফল্যের নাম। 'স্বাস্থ্যসাথী' আরও একটি বিশ্বজয়ী প্রকল্প হবে। যাঁরা দুই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন তাঁদের সকলকে অভিনন্দন। মানুষের দুয়ারে সরকারের পরিষেবা ও নানা সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা সেই কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদেরও ধন্যবাদ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গৌরবের বাংলা

বাংলা মনীষীদের পুণ্যভূমি। যুগে-যুগে ভারতকে, এই বিশ্বকে পথ দেখিয়েছে বাংলা। শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান-গবেষণা, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা— সর্বক্ষেত্রে বাংলার অবদান রয়েছে। তেমনই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও এই বাংলার গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে। বাংলায় বসবাসকারী সব ভাষাভাষীর মানুষ এই গৌরবের অংশীদার। প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাংলার মানুষ এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে যুগ-যুগান্তর ধরে। বাংলায় জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা-মাটি-মানুষের সরকার ক্ষমতায় আসার পর যথাযথ মর্যাদায় মনীষীদের স্মৃতি রক্ষায় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁদের সৃষ্টি-ভূমিকা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস হয়েছে। ইদানীং ভোট-আগত বাংলায় বহিরাগতরা রাজনৈতিক সুবিধা তুলতে হঠাৎ বাংলার মণীষীদের নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। যদি এর মধ্যে রাজনীতি না থাকত, তবে তা অবশ্যই স্বাগত। অথচ এই মানুষগুলো তাঁদের জীবনদর্শন না জেনে, না বুঝে, সস্তায় তাঁদের নাম নিয়ে 'রাজনীতি' করছেন। তাঁদের প্রতিটি কথাতেই বোঝা যাচ্ছে, তাঁরা বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে কতটা অজ্ঞ। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অঙ্গ। এই সংস্কৃতির শিকড় নিহিত রয়েছে বাংলা সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা, নাটক ও চলচ্চিত্রে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু মহাকাব্য ও পুরাণ-ভিত্তিক জনপ্রিয় সাহিত্য, সংগীত ও লোকনাট্যের ধারাটি প্রায় সাতশো বছরের পুরনো। উনিশ শতকে অধুনা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা ছিল বাংলার নবজাগরণ ও হিন্দু সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। বিশ শতকের প্রথমার্ধে এশিয়ার প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গ-সহ সমগ্র বাংলার প্রধান সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। তার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে আজও অক্ষুণ্ণ। এই সময়ই চলচ্চিত্র পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর। এরপর ১৯৫০-এর দশক থেকে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন ও ঋত্বিক ঘটকের মতো চিত্রপরিচালকদের আবির্ভাব হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসা লাভ করতে শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে ধর্মের প্রভাব ব্যাপক। শারদীয় দুর্গাপূজা পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় উৎসব। কিন্তু তার সঙ্গেই ক্রিসমাস, ইদ-সহ সব ধর্মের মানুষের ধর্মীয় উৎসব যথাযথভাবে পালিত হয়ে থাকে। বাংলার মানুষ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে বাস করতে জানে। এটাও বাংলার সংস্কৃতি। বহিরাগতদের বাংলার এই সংস্কৃতি অজ্ঞাত। তারা এই সংস্কৃতি রক্ষা করবে কীভাবে?

বিজেপির দমননীতির পরাজয় দেশে কৃষক আন্দোলনের জয়

তীর্থ রায়

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ফের বড় ধাক্কা। দেশের শীর্ষ আদালতই স্থগিত করে দিল তিনটি কৃষি আইন। কৃষকরা দেড় মাসের উপর এই আইন প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। গোটা দেশজুড়ে এই আন্দোলন চলছে। বিজেপি সরকার দমনপীড়ন নীতির মধ্যে দিয়ে এই আন্দোলন তুলে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছিল। আন্দোলনকে তারা ভিতর থেকে নানাভাবে ভাঙার চেষ্টা করছিল। কিন্তু, ঐক্যবদ্ধভাবে গোটা দেশজুড়ে কৃষকরা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। নরেন্দ্র মোদি সরকারের দমনপীড়ন ও আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে চুপ করে পারেনি দেশের শীর্ষ আদালতও। সুপ্রিম কোর্টই প্রশ্ন করে, যদি এই আন্দোলনে রক্তপাত হয়, তাহলে তার দায়িত্ব কে নেবে? কৃষকরা আমাদের অন্নদাতা। তারা চাষ করেন বলেই আমরা দু'বেলা খেতে পারি। সেই কৃষকদের উপর মোদি সরকারের নির্মম আচরণ মেনে নিতে পারছিল না দেশের কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই। সুপ্রিম কোর্ট যখন প্রশ্ন করে, এই আন্দোলনে রক্তপাত হলে তার দায় কে নেবে, তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি মোদি সরকার। সুপ্রিম কোর্ট মোদি সরকারের আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র ভর্ৎসনাও করে। সুপ্রিম কোর্ট মোদি সরকারকে বারবার বুঝিয়ে দেয় কৃষক বিক্ষোভ না-মেটালে তারা বাধ্য হবে কোনও কঠোর সিদ্ধান্তের দিকে যেতে। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ ও পরামর্শ মোদি সরকার মানতে চাইছিল না। অবশেষে শীর্ষ আদালত বাধ্য হয়েছে তিন কৃষি আইনকেই স্থগিত করে দিতে। আদালত অন্তর্বর্তী নির্দেশে জানিয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিন কৃষি আইনই স্থগিত থাকবে। দেশের কোথাও নয়া তিন আইন কার্যকর করা যাবে না। শীর্ষ আদালতের নির্দেশে মুখ পুড়েছে মোদি সরকারের। কৃষকদের আন্দোলনে তারা কর্ণপাত করছিল না। কৃষকরা বার বার আইন প্রত্যাহারের দাবি জানালেও মোদি সরকার তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপই করছিল না। এখন শীর্ষ আদালতের নির্দেশ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল দেশের মানুষ কী চাইছে। সরকার যে অনড় মনোভাব দেখাচ্ছিল তার মুখে বস্তুত ছাই পড়ল।

রায়ের পর কৃষকদের উল্লাস।

মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে একের পর এক জনবিরোধী নীতি নিয়ে চলেছে। তারা যে ক'টি বড় নীতি গ্রহণ করেছে তার সবগুলোই জনগণের বিরুদ্ধে গিয়েছে। প্রথমে তারা রাতের অন্ধকারে নোট বাতিল করেছিল। সেই সিদ্ধান্তে মানুষের কী দুর্বিষহ অবস্থা হয়েছিল তা সকলেরই খেয়াল আছে। ওই নোটবন্দি করার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন 'কালো টাকা উদ্ধার হবে'। কিন্তু পরে দেখা গেল, প্রধানমন্ত্রীর সেই বক্তব্য সম্পূর্ণটাই একটি ধাপ্পা। কালো টাকা তো উদ্ধারই হয়নি, উল্টে মোদির কিছু পেটোয়া ব্যবসায়ী এবং সংগঠন তাদের বিপুল কালো টাকা এই সুযোগে সাদা করে নিয়েছে। এদের স্বার্থেই মোদি যে নোট বন্দি করেছিলেন তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এরপরে মোদি তাড়াহুড়ো করে জিএসটি লাগু করে দিলেন। এই জিএসটি লাগু করার উদ্দেশ্যই ছিল রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব করে দেওয়া। বিজেপি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বিশ্বাস করে না। জিএসটি করার আগে রাজ্যগুলিকে বলা হয়েছিল ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এখন যখন কেন্দ্রের ২ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা, তখন কেন্দ্র বলছে ভাঁড়ারে টাকা নেই। আসলে কেন্দ্রের উদ্দেশ্যই হল রাজ্যগুলির আয়ের রাস্তা বন্ধ করে তাদেরকে দুর্বল করা যাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটিকে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে দিয়ে মোদি চাইছেন দেশে একটা স্বৈরতন্ত্র কায়েম করতে। যে স্বৈরতন্ত্র তার পেটোয়া কিছু ব্যবসায়ীর স্বার্থ দেখে চলবে। নোটবন্দি, জিএসটির মতো এরপর মোদি সরকার তিনটি কৃষি আইন সংশোধন করে কৃষিতে সংস্কার করল নিজের পেটোয়া ব্যবসায়ীদের স্বার্থপূরণ করতে। আদানি-আম্বানিদের স্বার্থে যে কৃষি আইন তিনটি করা হয়েছিল তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। দেশের কৃষকরা বুঝেছিলেন, এই আইনটি করা হয়েছে তাদের ধ্বংস করতে। তাই আইনের বিরুদ্ধে তারা লাগাতার আন্দোলনে নেমেছিলেন। কৃষক আন্দোলনের জেরে শেষপর্যন্ত পিছু হঠতে হল মোদি সরকারকে। দেশের জননেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষকদের এই আন্দোলনকে পুরোমাত্রায় সমর্থন জানিয়েছিলেন। আন্দোলনরত কৃষকরা বার বার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। মমতা যেভাবে সিঙ্গুরে ও নন্দীগ্রামে কৃষকদের নিয়ে জমি বাঁচানোর লড়াইয়ে লড়েছিলেন ঠিক সেই পথেই যে দেশের কৃষিক্ষেত্রকে আদানি-আম্বানিদের হাত থেকে বাঁচাতে লড়াই করতে হবে। লাগাতার লড়াই করতে পারলে যে মোদি সরকারকে পরাস্ত করা সম্ভব তা অবশ্যই দেখিয়ে দিয়েছেন দেশের কৃষকরা। কৃষক আন্দোলনে আজকে বড় জয় হয়েছে। তবে মোদি সরকার চুপ করে বসে থাকবে না। তারাও নানাভাবে চক্রান্ত করবে ফের তিনটি কৃষি আইনকে ফিরিয়ে আনার। মানুষকে এর বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। জনবিরোধী ও ফ্যাসিস্ট মোদি সরকারকে যত দিন না সম্পূর্ণ পরাস্ত করে দেশ থেকে বিদেয় করা যাবে ততদিন লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

দেশের জননেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষকদের এই আন্দোলনকে পুরোমাত্রায় সমর্থন জানিয়েছিলেন। আন্দোলনরত কৃষকরা বার বার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। মমতা যেভাবে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে কৃষকদের নিয়ে জমি বাঁচানোর লড়াইয়ে লড়েছিলেন ঠিক সেই পথেই যে দেশের কৃষিক্ষেত্রকে আদানি-আম্বানিদের হাত থেকে বাঁচাতে লড়াই করতে হবে। লাগাতার লড়াই করতে পারলে যে মোদি সরকারকে পরাস্ত করা সম্ভব তা অবশ্যই দেখিয়ে দিয়েছেন দেশের কৃষকরা। কৃষক আন্দোলনে আজকে বড় জয় হয়েছে।

সৌমিত্র স্মরণে

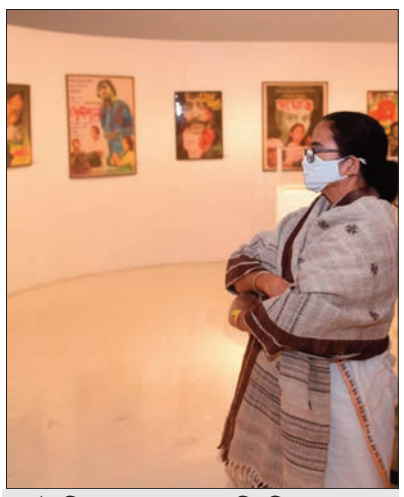

সৌমিত্র স্মরণে একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল পূর্ব কলকাতার একটি আর্ট গ্যালারিতে। সেখানেই প্রয়াত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, উত্তমকুমারদের নিয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে নস্টালজিক হয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন প্রয়াত শিল্পীর স্ত্রী দীপা চট্টোপাধ্যায় ও কন্যা পৌলমী বসু-সহ বিশিষ্টরা।

বাংলায় বসবাস করছেন যাঁরা, সবাই নাগরিক

একের পাতার পর

সমালোচনা করে বাংলার অগ্নিকন্যা বলেন, ''এক মাস হতে চলল, কৃষকরা আন্দোলন করছেন। কোনও সমাধান হল না। কত কৃষক মারা গেলেন। যে আইন করেছে '৭৬-এর মন্বন্তর দেখা দেবে দেশে। ওখানে তাকাচ্ছে না, এখানে এসে কৃষকবাড়ি খাচ্ছে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে হিমালয়ান ওয়াটার। কত দাম? প্রাইভেট প্লেন নিয়ে ফাইভ স্টারের খাবার। আমি এই নাটক করি না। সরকারের তৈরি প্রাণধারা খাই। মাত্র ছয় টাকা। মানুষের পাশে থাকা এতই সহজ নয়। ধুলোয় নামতে হয়। আমরা সারা বছর করি।'' শেষ পর্বে দলবদলুদের সম্ভবত বার্তা দিতেই আবেগঘন বাংলার অগ্নিকন্যা বলেন, ''সারা দেশের মধ্যে বিজেপি আমাকে একটু ভয় পায় বলে বাংলা দখল করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কেন জানেন, আমি নিজেকে বেচি না। মরে যাব তবু মাথা নত করি না।''

স্বামীজির জয়ন্তীতে জননেত্রীর বার্তা নিয়ে কলকাতায় মিছিলে জনজোয়ার, বিজেপিকে একহাত অভিষেকের

জলি মজুমদার

স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৯ তম জন্মদিবস তথা যুব দিবসে রাজপথে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যুব তৃণমূল সভাপতির পদযাত্রায় পা মেলালেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। বিশাল পদযাত্রা থেকেই শপথ নেন অভিষেক। স্বামী বিবেকানন্দর মতোই শিড়দাঁড়া সোজা রেখে এগিয়ে যাওয়ার। মিছিল থেকেই তিনি বলেন, দিল্লির সরকারের কাছে মাথা নোয়াবেন না। দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত ওই মহামিছিলের গন্তব্যপথ ছিল গোল পার্ক থেকে হাজরা মোড়।

মিছিলের শেষে একটি সভা থেকে বক্তব্য রাখেন অভিষেক। এই মিছিলের ভিড়ের নিরিখে বিরোধী দলকে ১০-০ গোলে হারিয়েছে তৃণমূল। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের এই পদযাত্রায় লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে নামেন। মিছিলের মুখ যখন হাজরা পৌঁছয় তখনও এই মিছিলের শেষ কোথায় তা দেখা যাচ্ছিল না। ধর্মের নামে যাঁরা দেশে বিভেদ তৈরি করতে চাইছেন তাঁদের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানেন অভিষেক। মিছিল থেকে অভিষেক বলেন, যাঁরা মানুষে মানুষে বিভেদ তৈরি করছে রাজ্যে তাঁদের স্বামী বিবেকানন্দের নাম করার অধিকার নেই। যাঁরা শ্রীরামের কথা বলেন কিন্তু মহাত্মা গান্ধী হত্যাকারী নাথুরামকে সমর্থন করেন তাঁদেরকেও কটাক্ষ করেছেন সাংসদ। মিছিলের স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল দেখার মতো। দিল্লির সরকারের বিবেকানন্দ-ভক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলে অভিষেক বলেন, "গুজরাটে ৩৫০০ কোটি টাকা খরচ করে তৈরি হয়েছে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি। তার প্রতিবাদ করছি না। কিন্তু, কেন কলকাতার বুকে ৩ হাজার কোটি টাকা খরচ করে নেতাজি বা বিবেকানন্দের মূর্তি তৈরি হবে না? এই প্রশ্ন জাগছে সাধারণ মানুষের মনে।"

মাত্র একদিনের নোটিসে এই মিছিলের ভিড় ছিল রেকর্ড সংখ্যায়। মিছিলে মানুষের যোগদান প্রসঙ্গে অভিষেক জানিয়েছেন, "এই মিছিলে মানুষের বিশ্বাস, উচ্চাশা ও আকাঙ্ক্ষাকে তুলনা করলে অন্য রাজনৈতিক দলের মিছিল ১০-০ গোলে হেরে যাবে। এটা গুজরাট নয়। এটা বাংলা।" নারীর ক্ষমতায়নে স্বামী বিবেকানন্দের যে আদর্শ তা মেনেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মা মাটি মানুষের সরকার গড়ে তুলেছেন। একথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন অভিষেক। তাঁর কথায়, "স্বামীজির দীক্ষা, শিক্ষা নিয়ে মানবসেবার কাজ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলেছিলেন স্বামীজি। কন্যাশ্রী, রূপশ্রীর মাধ্যমে সেই কাজই করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড বাড়ির গৃহকর্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছেন।"

নাগরিকত্ব বিল নিয়ে স্বামীজির প্রসঙ্গ তুলেছেন অভিষেক। তাঁর কথায়, স্বামীজি কখনও বলেননি ৩-৪টি ধর্মের লোককে নাগরিকত্ব দেবো। যাঁরা মানুষকে মানুষের সঙ্গের ধর্মের ভিত্তিতে লড়িয়ে দিচ্ছেন তাঁদের বিবেকানন্দের নাম মুখে আনার অধিকার নেই । সর্বধর্ম সমন্বয়, সহিষ্ণুতার কথা বলেছেন স্বামীজি। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আমেরিকার নির্বাচনে হেরে গিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারতে এসে বক্তৃতার সময় তিনি স্বামী বিবেকানন্দর নাম ভুল উচ্চারণ করেছিলেন। সেকথা স্মরণ করিয়ে যুব তৃণমূল সভাপতি বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বামী বিবেকানন্দের নাম উচ্চারণ করতে পারেননি। পাশে বসে হাততালি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ডোনাল্ড ট্রাম্পের থেকে মাইক কেড়ে বলা উচিত ছিল, আগে নামটা ঠিক করে উচ্চারণ করে দেখাও। যাঁরা ওরা ঈশ্বরচন্দ্রের মূর্তি ভাঙে। বাঙালি তাঁদের ক্ষমা করবে না ।

দেশ ভাঙতে দেব না : মমতা

অনুভব চক্রবর্তী

দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভাঙার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সবার আগে তিনিই আওয়াজ তুলেছিলেন। তিনিই বুঝিয়েছিলেন দেশ ভাঙার কোনও রকম চেষ্টার বিরুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে রুখে দেবেন। আগেও বারবার এই আওয়াজ তুলেছেন, গঙ্গাসাগর মেলার জন্য পুণ্যার্থীদের শিবিরে সেই আওয়াজ আবারও ছড়িয়ে দিলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, স্বাধীনতার পরও দেশে গণতন্ত্র নেই। তাঁর কথায়, "দেশে কখনও কখনও নানা সমস্যা তৈরি হয়। কিন্তু সেই সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা কখনও দেশকে ভেঙে দিই না। তাকে এক রাখার জন্য একজোট হয়ে কাজ করি।"

মনীষীদের সম্মান জানানোর ক্ষেত্রেও যেমন কোনও আপস করতে চান নি নেত্রী। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুদিবসে তাঁকে স্মরণ করে তাঁর স্লোগান 'জয় জওয়ান, জয় কিষান' বলে কৃষক আন্দোলনকে সমর্থনের কথা জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন পালনের ক্ষেত্রেও তিনি বলেছেন, "বিবেকানন্দের জন্মদিন আমরা একদিন সেলিব্রেট করি না। রোজ করি, প্রতি মুহূর্তে করি। কারণ এঁরাই আমাদের নেতা।"

হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার প্রসঙ্গ তোলেন। জাতপাতের উর্ধ্বে উঠে কীভাবে সকলকে একজোট করার যে বার্তা দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ, সেই কথা মনে করান। বলেন, হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বাকি ধর্মগুলোর যে কী মিল তা স্বামী বিবেকানন্দ বুঝিয়েছিলেন। বলেছিলেন, চামার, মুচি, দলিতের ঘর থেকে নেতা আসবে। মুসলিম শিষ্যের ঘরে গিয়ে তা হাতে হুকো খেয়েছিলেন। বলেছিলেন, জাত চলে গেল কিনা দেখব। এত বড় কথা বলা লোক দেশে খুব কম। প্রত্যয়ের সঙ্গে বিজেপিকে নিশানা করে এর পরই মুখ্যমন্ত্রী বলে দেন, "যতদিন বাঁচব সাধারণ মানুষের জন্য বাঁচব। তাদের জন্য লড়ব। তাদের জন্য বলব। দেশকে ভাঙতে দেব না।"

গঙ্গাসাগর মেলা শুরুর আগে প্রতিবারই বিশ্রাম শিবির করার ব্যবস্থা হয় বাংলায়। মানবিক মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এই ব্যবস্থা করেছেন। তিনিই তীর্থকর উঠিয়ে নিয়েছিলেন। মা মাটি মানুষের সরকার আসার পর দফায় দফায় মন্ত্রীরা পুণ্যার্থীদের দেখভাল করেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় রিপোর্ট এসেছে নবান্নে। আর সম্পূর্ন তদারকির নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। এবার মূলত তার উদ্যোগেই করোনা কালে সব বিধি মেনে মানুষের যাতায়াতের সুবিধার্থে জোর দেওয়া হয়। জোর দেওয়া হয়েছিল ই স্নানে। আদালতও এমন নির্দেশ দিয়েছে। আদালতে এ নিয়ে মামলার প্রসঙ্গও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, "কোর্টেও এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আমি বললাম ছোট করে হলেও আমি এটা করব। ঠিক সামলে নেব।" তাঁর ব্যাখ্যা, "এই মেলা বন্ধ করা ঠিক হবে না। এটা একটা ইমোশন।" একইসঙ্গে যদিও ১২৫ টাকায় ই-স্নানের জন্য গঙ্গাসাগরের জলের ব্যবস্থার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী।

স্বামী বিবেকানন্দর জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্রীর। গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে বাবুঘাটে ট্রানজিট শিবিরে।

বাগবাজারের পুড়ে যাওয়া বস্তির বাসিন্দাদের সব দায়িত্ব নিলেন, গড়ে দেবেন তাদের বাসস্থান

অসহায় মানুষের সাহারা সেই মমতা

অগ্নিবিধ্বস্ত বাগবাজারের বস্তিবাসীদের সঙ্গে কথা বলছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাগো বাংলা নিউজ : ভয়াবহ আগুনে পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে বাগবাজারে গঙ্গার ধারের বস্তির সবটা। মায়ের বাড়ির ঠিক পিছনেই সেই বস্তির মানুষগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, যতদিন না অসহায় মানুষগুলোর একটা ব্যবস্থা হচ্ছে, ততদিন তাঁদের দেখভালের দায়িত্ব তাঁর। মায়ের মতো তাঁদের আগলে রাখবেন বলে জানিয়েছেন জননেত্রী। কাউকে কিচ্ছুটি ভাবতে হবে না। বলেছেন, তাদের থাকা-খাওয়ার সব ব্যবস্থার দায় তাঁর।যেদিনের ঘটনা, সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শশী পাঁজা, উত্তর কলকাতার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ প্রত্যেকে। রাত পর্যন্ত পরিস্থিতির খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী। যতক্ষণ না আগুন নেভে ততক্ষণ তিনি খবর নিয়েছেন। পুরমন্ত্রী ছিলেন গঙ্গাসাগরে। সেখান থেকে দ্রুত এসে ঘটনাস্থলে ঢোকেন। পরদিন সকালেই যান মুখ্যমন্ত্রী। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই ঘোষণা করেন, "কলকাতার পুরসভার পক্ষ থেকে আগের মতো সকলের জন্য বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে। দু'দিন এলাকা পরিষ্কার করা হবে। তারপর নতুন করে শুরু হবে বাড়ি তৈরির প্রক্রিয়া।" মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা, ফিরহাদ হাকিম, অতীন ঘোষ, পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা প্রমুখ।প্রসঙ্গত, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থলের কাছেই অর্থাৎ 'মায়ের বাড়ি'-র কাছে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের 'উদ্বোধন' পত্রিকার কার্যালয়। আগুনে সেটিরও আংশিক ক্ষতি হয়েছে। ভস্মীভূত বস্তি পরিদর্শন করে, এলাকার লোকের সঙ্গে কথা বলার পর মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেন 'উদ্বোধন'-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত মহারাজের সঙ্গেও। ঠিক হয়েছে সর্বহারারা আপাতত আশ্রয় নেবেন বাগবাজার মহিলা কলেজে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "সকলের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছি আমরা। যতদিন না বাড়ি তৈরি হচ্ছে, ততদিন মহিলা কলেজেই থাকবেন আশ্রয়হীনরা।"আগুনের দাপটে প্রায় সবই পুড়ে গিয়েছে বস্তির বাসিন্দাদের। অধিকাংশ মানুষ এক কাপড়ে বেরিয়ে এসে কোনওমতে প্রাণে বেঁচেছেন। এর পরই পুরসভা ও পুলিশের পক্ষ থেকে পাঁচ কেজি চাল, ডাল, আলু এবং বাচ্চাদের জন্য দুধ-বিস্কুট পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে মেয়েদের জন্য পাঁচটি করে শাড়ি। ছেলেদের আর বাচ্চাদের দেওয়া হবে জামাকাপড়, কম্বল। তখনই রান্না হবে কীভাবে সেই নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী বলে দেন, "আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। চিন্তার কোনও কারণ নেই। আমরা আপনাদের খাওয়াব। আমরা সকলে আপনাদের পাশে আছি।"

দেশে কখনও কখনও নানা সমস্যা তৈরি হয়। কিন্তু সেই সমস্যার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা কখনও দেশকে ভেঙে দিই না। তাকে এক রাখার জন্য একজোট হয়ে কাজ করি।

বিবেকানন্দের জন্মদিন আমরা একদিন সেলিব্রেট করি না। রোজ করি, প্রতি মুহূর্তে করি। কারণ এঁরাই আমাদের নেতা।

যতদিন বাঁচব সাধারণ মানুষের জন্য বাঁচব। তাদের জন্য লড়ব। তাদের জন্য বলব। দেশকে ভাঙতে দেব না।

বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে বার্তা

'স্বাস্থ্যসাথী' প্রত্যাখ্যানে এফআইআর : মুখ্যমন্ত্রী

জাগো বাংলা নিউজ : স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড সকলের জন্য করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বজনীন এই ব্যবস্থায় যাতে কোনও বেসরকারি হাসপাতাল থেকে কেউ আর স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড থাকা সত্ত্বেও ফিরে না যেতে পারেন, তার জন্য হাসপাতালগুলিকে ডেকে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কার্ডে পাঁচ লক্ষ টাকার ব্যালান্স ভরে দেওয়া হয়েছে। এর পরও যদি কেউ স্বাস্থ্যসাথীর কার্ডের সুবিধা হাসপাতালে গিয়ে না পান, কেউ যদি প্রত্যাখ্যাত হন, তৎক্ষণাৎ সেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। খতিয়ে দেখে এফআইআর। অভিযোগ প্রমাণে সেই হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিল করে দেবে স্বাস্থ্য কমিশন।সম্প্রতি নদীয়ার রানাঘাটের জনসভা থেকে জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে এই কথা জানিয়ে দিয়েছেন জননেত্রী। যার ফলে একেবারে নিচু তলার মানুষ, যাঁদের আয় সামান্য, তাঁদের এই স্বাস্থ্যসাথীর কার্ডটুকু হলে বড় উপকার হয়, মুখ্যমন্ত্রীর নতুন এই নির্দেশিকায় একটা কঠিন ভয়ের পাহাড় যেন সরে গেল বুক থেকে। এতদিন এই ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠত বেসরকারি হাসপাতালগুলোর বিরুদ্ধে। তারা স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড দেখলেই ফিরিয়ে দিত। ক্যাশলেস নাকি, অন্য কোনও ব্যবস্থা করা আছে তাতে, তার খোঁজও নিত না। অথচ তারাই অন্য বেসরকারি সংস্থার কার্ড নিত। তবে কেন রাজ্য সরকারের এত দামী কার্ড তারা ফেরাবে?এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতেই সম্প্রতি ডেকে নেওয়া হয় বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। নবান্নে তাদের নিয়ে বৈঠক হয়। সেখানেই বলে দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশের কথা। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দিয়েছেন, শুধু বড় বড় শহরের বেসরকারি হাসপাতালগুলিই নয়, এই ব্যবস্থায় যুক্ত থাকবে জেলা বা গ্রামের নার্সিংহোমও। তাদের ক্ষেত্রেও কোনও অভিযোগ পেলে একই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড আছে এমন কোনও রোগীকে ফেরানো যাবে না।প্রাথমিক পর্যায়ে রাজ্যের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসাথীর কার্ডের ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পরই গোটা রাজ্যের কথা ভেবে তাঁর স্বপ্নের এই প্রকল্পকে সর্বজনীন করে দিয়েছেন জননেত্রী। এবার রাজ্যের প্রায় দশ কোটি মানুষই এই সুবিধা পাবেন। প্রথমে চিকিৎসা করিয়ে পরে তার খরচ তোলার ঝঞ্ঝাট নয়, একেবারে ক্যাশলেস পাঁচ লক্ষ টাকার বীমা প্রতি পরিবারের নামে করে দিয়েছেন মা-মাটি-মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে দিয়েছেন সম্মান। বাড়ির কর্ত্রীর নামে এই কার্ড করে দিয়েছেন তিনি। তাঁর পরিবারের সকল সদস্যই এই বীমার অর্ন্তভুক্ত হয়েছেন। এক বছরে পাঁচ লক্ষ টাকার বীমা পরিবার পিছু নিশ্চিত।

■ স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা সত্ত্বেও কোনও বেসরকারি হাসপাতাল রোগী ফেরালে থানায় এফআইআর করুন।

■ জেলার ছোট নার্সিংহোমগুলিকেও স্বাস্থ্যসাথীর চিকিৎসা ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে লাইসেন্স বাতিল।

মমতার অভিনন্দন চিঠি বঙ্গবাসীকে

জাগো বাংলা নিউজ : স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করার জন্য রাজ্যের মানুষকে আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন মা মাটি মানুষের নেত্রী তথা জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠি লিখে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠিতে জননেত্রী লিখেছেন," দুয়ারে সরকার-এর ক্যাম্প থেকে বিভিন্ন জনকল্যাণ মূলক প্রকল্প গুলির মধ্যে স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে আপনাকে একজন উপভোক্তা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরে ও প্রকল্পের অধীন পরিষেবা আপনাকে দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।" বাস্তবিক অর্থেই রাজ্যবাসীকে এই অতি জরুরী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও উপযোগী করেছেন জনো নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।নতুন বছরে উপভোক্তা ও তার পরিবারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠিতে লিখেছেন, "আগামী দিনে এই প্রকল্পের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে আপনার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আরও বেশি করে শামিল হওয়ার সুযোগ পাব।" রাজ্যবাসীর কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে গত বছরের ১ ডিসেম্বর থেকে চলতি বছরের ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত 'দুয়ারে সরকার' নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে মা মাটি মানুষের সরকার। এর মধ্যে রয়েছে ১২টি প্রকল্পের পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা। রাজ্যের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত, পুরসভা ও পুর নিগমে ৪ দফায় ক্যাম্প পরিষেবাগুলি মানুষের কাছে সরাসরি হাজির করা হচ্ছে। যারা ক্যাম্পে আসছেন, তাদের পরিষেবা দেওয়া, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড তুলে দেওয়ার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর এই চিঠিও তুলে দেওয়া হচ্ছে। দুয়ারে সরকার প্রকল্প চালু হওয়ার পর থেকেই মানুষের উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন ক্যাম্পে মানুষ ভিড় করছেন। ১২টি প্রকল্পের মধ্যে স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে জনসাধারণের বিপুল সাড়া লক্ষ্য করা গিয়েছে। মানুষ যাতে দ্রুত স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড হাতে পান তার ব্যবস্থা করতে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয় বহু ক্ষেত্রে অসুস্থ ব্যক্তির বাড়ি পৌঁছে গিয়ে কার্ড তৈরি করে তাদের হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করেছে মা মাটি মানুষের সরকার। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত দুয়ারে সরকার প্রকল্পে দেড় কোটির বেশি মানুষ এসেছেন। স্বাস্থ্য সাথী কার্ড নিতে প্রথম থেকেই মানুষের মধ্যে মারাত্মক উৎসাহ চোখে পড়েছিল। ৬০ লক্ষের আবেদনের মধ্যে আগেই ৪৩ লক্ষের বেশি আবেদন গৃহীত হয়েছিল। জনো নেত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে হবে। তারপরই অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে কোনও হাসপাতালে চিকিৎসার আগেই প্রশাসনের তরফে কার্ড দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নজিরবিহীন আয়োজনে সাগরে 'ই-স্নান'

জাগো বাংলা নিউজ : বাড়িতে বসে অনলাইনে অর্ডার দিলেই তিন দিনের মধ্যে গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির আশ্রমে পুজোর সামগ্রী ও প্রসাদ পৌঁছে গিয়েছে পুণ্যার্থীর বাড়ি। একজন, দু'জন নয়, হাজার হাজার পুণ্যার্থীর বাড়িতে এবছর গঙ্গাসাগর থেকে এমনই 'ই-স্নান' পরিষেবা দিয়েছে রাজ্য সরকার। জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চালু করা এমনই অভিনব পরিষেবায় সন্তুষ্ট শুধুমাত্র পুন্যার্থী নন, কলকাতা হাই কোর্টও। বিশেষ করে সাগর চত্বর থেকে শুরু করে কলকাতার বাবুঘাট পর্যন্ত কোভিড সংক্রমণ রুখতে যে নজিরবিহীন আয়োজন করা হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারকরা। বস্তুত এই কারণেই শর্তসাপেক্ষে গঙ্গাসাগর মেলার আয়োজন ও পুণ্যতিথিতে সাগরে স্নানের অনুমতি দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। তবে মুখ্যমন্ত্রীর চালু করা ই-স্নানেই জোর দিতে বলেছিল আদালত। করোনা আবহের জেরে এবছর গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীর সংখ্যা ছিল কার্যত হাতে গোনা। জনসুমদ্রের পরিবর্তে ছিল ফাঁকা বালুচর। ঢেউ আছড়ে পড়ছে সৈকতে। কিন্তু বালুকাবেলায় আর যা-ই হোক, লাখো বাদ দিন, মাত্র কয়েক হাজার চরণচিহ্ন ছিল সমুদ্র সৈকতে। অধিকাংশ আখড়া ছিল খালি। ধুনি জ্বলছে বটে, সেই তেজ নেই। দেখা মেলেনি নাগা সন্ন্যাসী বাহিনীর। করোনা এবছর 'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার' কথাটাকে ফিকে করে দিয়েছে অনেকখানি। একবারের জন্য যাঁরা কপিলমুনির দর্শন চান তাঁরাও এবছর কিছুটা দোটানায় পড়ে সাগরে আসেননি। যেখানে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী আসেন, সেখানে কয়েক হাজার মানুষ পুজো দিয়েছেন কপিলমুনি মন্দিরে। প্রতিবছরের মতো এ বছরও প্রশাসনের তরফে প্রচুর গাড়ি ও লঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছিল নামখানা ও কচুবেড়িয়ায়। কিন্তু পুণ্যার্থী ছিল খুবই কম। এমনিতেই এবছরের মেলার ই-দর্শন, ই-স্নানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন,

"রাজ্য ই-স্নানের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু তা সমস্যার সমাধান হতে পারে না।" প্রধান বিচারপতি তখন রাজ্যের কাছে জানতে চান, "স্নানে সংক্রমণ ছড়াবে না, এক্ষেত্রে কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে কি?" এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য অধিকর্তার মতামত জানতে চান প্রধান বিচারপতি। অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, সঙ্গমস্থল থেকে বেশ খানিকটা দূরে স্নানের ব্যবস্থা হয়েছে। এরপর ফের বিষয়টি রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে জানানোর নির্দেশ দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। জেলাশাসক পি উলগানাথন বলেন, প্রতিবছরের মতো এবছরও মেলা চত্বরে বানানো হয়েছে মেগা কন্ট্রোল রুম। হাজার সিসিটিভি ক্যামেরার ছবি প্রতিনিয়ত চলে আসছে সেই কন্ট্রোল রুমে। ড্রোনের মাধ্যমে ও রাখা হচ্ছে নজরদারি। মেলায় ই-স্নানের জন্য আলাদা কাউন্টার তৈরি করা হয়েছে।" নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নজরদারি শুরু করেছে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী। গভীর সমুদ্রে টহলদারিতে রয়েছে একাধিক জাহাজ। সমুদ্র তীরবর্তী মোহানার কাছাকাছি টহল চালাচ্ছে হোভারক্রাফট, দ্রুতগতিসম্পন্ন টহলদারি ভেসেল ও ইন্টারসেপ্টর বোট। সমুদ্রস্নানে দুর্ঘটনা এড়াতে রবার জেমিনি বোট নিয়ে রয়েছেন বাহিনীর লাইফ সেভিং র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের ডুবুরিরা। আকাশপথেও সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত চলছে ডর্নিয়ার এয়ারক্রাফটের নজরদারি। বাহিনীর ফ্রেজারগঞ্জের দায়িত্বে থাকা কমান্ডান্ট অভিজিৎ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, "সমুদ্রস্নানে দুর্ঘটনার হাত থেকে পুণ্যার্থীদের জীবনরক্ষায় বাহিনীর সদস্যরা তো রয়েইছেন। কিন্তু তাঁদের মূল উদ্দেশ্য মেলা চলাকালীন সমুদ্রপথে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটলে তা প্রতিহত করা।" মেলায় পুণ্যার্থী সংখ্যা কম হলেও নিরাপত্তাব্যবস্থা আঁটসাঁট রাখা হয়েছে প্রতিটি প্রান্তে। জলের হোভারক্রাফট এবং স্পিড বোটের এর টহলদারি জারি আছে। কলকাতা পুলিশ, জেলা পুলিশ, উপকূলরক্ষী বাহিনীকে নিরাপত্তার দায়িত্বে রাখা ছিল প্রতিবছরের মতো এবছরও।

নেত্রী একজনই

মমতা

দল একটাই

তৃণমূল

প্রতীক একটাই

ঘাসফুল

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৪০। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯। ফোন: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫৩৮২, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫০৫০ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৩৪৫ ৫৩৮২। সম্পাদক : **ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়**

Year 17, Volume 40. Published by Derek O'Brien on behalf of All India Trinamool Congress from Trinamool Bhaban, 36G Topsia Road, Kolkata - 700039 Phone - 033 2345 5382, Fax - 033 2345 5050 and Printed by him from Pratidin Prakashani Private Limited, 20, Prafulla Sarkar Street, Kolkata - 700072. Phone : 2345 5382. Editor : **Dr. Partha Chattopadhyay**